প্রথম অধ্যায়: পূর্ব বাংলার আন্দোলন ও জাতীয়তাবাদের উত্থান (১৯৪৭ খ্রি.–১৯৭০ খ্রি.)

পরীক্ষায় কমন পেতে অনন্য প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন ▶১ নেপালি মেয়ে রিদিতা শর্মা চিকিৎসা বিজ্ঞানে পড়াশোনা করার জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজে ভর্তি হয়। সে কলেজের সামনে স্থাপিত একটি স্মৃতিস্তম্ভ দেখতে পায়। বাংলাদেশি বন্ধুদের কাছ থেকে জানতে পারল, স্তম্ভটি একটি ঐতিহাসিক আন্দোলনের স্মৃতি বিজড়িত।

◀ শিখনফল-১

ক. ১৯৬৫ সালের ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ কতদিন অব্যাহত ছিল? ১

খ. যুক্তফ্রন্ট গঠনের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণের পটভূমি ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. স্মৃতিস্তম্ভের সাথে সম্পর্কিত আন্দোলনটি বাঙালিদের মধ্যে ঐক্য ও স্বাধীনতার চেতনা জাগিয়ে তুলেছিল— বিশ্লেষণ কর। ৪

১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ১৯৬৫ সালের ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ ১৭ দিন অব্যাহত ছিল।

খ ১৯৫৪ সালে পূর্ব বাংলার প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনে মুসলিম লীগকে ক্ষমতাচ্যুত করার উদ্দেশ্যে যুক্তফ্রন্ট গঠিত হয়।

১৯৪৭ সালে পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর সরকারের অগণতান্ত্রিক আচরণ, দমননীতি, পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে সীমাহীন বৈষম্য, বাংলা ভাষার অবমাননা ইত্যাদি কারণে মুসলিম লীগের প্রতি পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও সাধারণ মানুষ বীতশ্রদ্ধ হয়ে ওঠে। এ অবস্থায় ১৯৫৪ সালের প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনে মুসলিম লীগকে ক্ষমতাচ্যুত করার উদ্দেশ্যে ১৯৫৩ সালের ১৪ই নভেম্বর আওয়ামী লীগ, কৃষক-শ্রমিক পার্টি, নেজামে ইসলাম ও গণতন্ত্রী দল নিয়ে যুক্তফ্রন্ট গঠিত হয়।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত স্মৃতিস্তম্ভ তথা শহিদ মিনার ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের পটভূমিতে নির্মিত।

১৯৪৭ সালে পাকিস্তান রাষ্ট্র সৃষ্টির পর থেকেই পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালির প্রতি বৈষম্যমূলক নীতি অনুসরণ করতে থাকে। যার প্রথম আঘাত আসে ভাষার প্রশ্নে। পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ১৯৪৮ সালে ২১শে ও ২৪ শে মার্চ ঢাকায় দুটি পৃথক অনুষ্ঠানে ঘোষণা করেন, 'উর্দু এবং একমাত্র উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা।' অথচ পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ (৫৬ শতাংশ) মানুষের মাতৃভাষা ছিল বাংলা। এর ধারাবাহিকতায় ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি ছাত্র-জনতা শাসকগোষ্ঠীর জারি করা ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ এলাকায় প্রতিবাদ মিছিল বের করে। এক পর্যায়ে পুলিশ মিছিলে গুলি করলে বরকত, জব্বার, রফিক ও সালাহ উদ্দীন শহিদ হন। ২১শে ফেব্রুয়ারি নিহত ভাষা শহিদদের স্মৃতিকে অমর করে রাখার জন্য ২৩শে ফেব্রুয়ারি ঢাকা মেডিকেলের সামনে একটি স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করা হয়। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানি হানাদাররা আবার তা ভেঙে দেয়। পরবর্তীতে স্বাধীনতার পর ১৯৭২ সালে পূর্ববর্তী নকশা অনুযায়ী বর্তমান শহিদ মিনার তৈরি করা হয়।

উদ্দীপকের নেপালি মেয়ে রিদিতা শর্মা ঢাকা মেডিকেল কলেজের সামনে ঐতিহাসিক আন্দোলনের স্মৃতি বিজড়িত একটি স্মৃতিস্তম্ভ দেখতে পায়। ভাষা আন্দোলনের শহিদদের স্মরণে ঢাকা মেডিকেল কলেজের পাশে শহিদ মিনার নির্মিত হয়। সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকের রিদিতার দেখা স্মৃতিস্তম্ভটির সাথে ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলনের পটভূমিতে নির্মিত শহিদ মিনারের মিল রয়েছে।

ঘ উদ্দীপকের স্মৃতিস্তম্ভ তথা শহিদ মিনারের সাথে সম্পর্কিত আন্দোলনটি হলো ভাষা আন্দোলন, যা পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালির মধ্যে ঐক্য ও স্বাধীনতার চেতনা জাগিয়ে তুলেছিল।

১৯৪৭ সালে ধর্মের ভিত্তিতে পাকিস্তান রাষ্ট্র সৃষ্টির পর থেকেই বাঙালিরা বৈষম্য ও অবহেলার শিকার হতে থাকে। বাঙালিরা পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর যে বৈষম্য ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রথম সোচ্চার হয়, ভাষার দাবি আদায়ের মাধ্যমে তার সূত্রপাত ঘটে। ভাষা আন্দোলন প্রাথমিক পর্যায়ে মূলত সাংস্কৃতিক আন্দোলন হিসেবে পরিচালিত হলেও ক্রমান্বয়ে তা রাজনৈতিক রূপ নিতে শুরু করে। ভাষার পাশাপাশি অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদও এর সঙ্গে যুক্ত হয়। ভাষা আন্দোলন এভাবে ক্রমশ বাঙালি জাতিকে জাতীয়তাবোধে ঐক্যবদ্ধ করে।

ভাষা আন্দোলনের ফলে পাকিস্তান রাষ্ট্রের প্রতি বাঙালির মোহ দ্রুত কেটে যেতে থাকে। নিজস্ব জাতিসত্তা সৃষ্টিতে ভাষা ও সংস্কৃতির গুরুত্ব পূর্ব বাংলার মানুষের কাছে অধিকতর স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তারা আত্মপরিচয়ের ভিত্তিতে নিজস্ব রাজনীতি, অর্থনীতি, শিক্ষা, সংস্কৃতি গড়ে তোলার গুরুত্ব উপলব্ধি করে। এভাবে ভাষাকেন্দ্রিক এ আন্দোলনের মাধ্যমেই বাঙালি জাতীয়তাবাদের ভিত রচিত হয়, যা পরবর্তী সময়ে বাঙালির মধ্যে স্বাধীনতার চেতনা জাগিয়ে তোলে। উদ্দীপকের রিদিতা শর্মা ঢাকা মেডিকেল কলেজের সামনে যে স্মৃতিস্তম্ভটি দেখতে পায় সেটি হলো শহিদ মিনার। ওই স্মৃতিস্তম্ভ বায়ান্নর ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলনের স্মৃতি বিজড়িত। ভাষা আন্দোলন পরবর্তীকালে বাঙালির সব রাজনৈতিক আন্দোলনের পেছনে অনুপ্রেরণা হিসেবে কাজ করেছে। সেই সাথে বাঙালি জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করে প্রথমে স্বায়ত্তশাসন এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে স্বাধীনতা আন্দোলনের পথে পরিচালিত করে।

উপর্যুক্ত আলোচনা শেষে তাই বলা যায়, ভাষা আন্দোলন বাঙালি জাতিকে স্বতন্ত্র আত্মপরিচয়ের ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ করেছিল। আর এই একতা বিভিন্ন পর্ব পার হয়ে তাদের স্বাধীনতা এনে দেয়।

প্রশ্ন ▶২

ক্রমিক নং	ঘটনার সাল	ঘটনার বিবরণ
১	১৯৫২	ভাষা আন্দোলন
২	১৯৫৪	২১ দফা
৩	১৯৬৬	'ক'

◀ শিখনফল-৪

ক. ২১ দফার ১ম দফা কী? ১

খ. ১৯৭০ সালের নির্বাচনের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করো। ২

গ. 'ক' চিহ্নিত স্থানে যে দাবিভিত্তিক আন্দোলনের কথা বলা হয়েছে তার গুরুত্ব বর্ণনা কর। ৩

ঘ. "উক্ত দাবি বাঙালি জাতির মুক্তির সনদ"— উক্তিটি বিশ্লেষণ কর। ৪

২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ২১ দফার প্রথম দফা হলো বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করা হবে।

খ স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে ১৯৭০ সালের নির্বাচন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

১৯৭০ সালে পাকিস্তানের জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে আওয়ামী লীগ জাতীয় পরিষদে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য নির্ধারিত ১৬৯টি আসনের মধ্যে ১৬৭টি লাভ করে। পাকিস্তানের স্বৈরতান্ত্রিক ও শোষক সরকারের জন্য এটি ছিল বিরাট পরাজয়। পাকিস্তানি সামরিক শাসকগোষ্ঠী নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর না করায় দেশজুড়ে প্রতিবাদ-বিক্ষোভ চলতে থাকে। বিভিন্ন ঘটনা পরিক্রমায় নয় মাসের রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় হয়। তাই ১৯৭০ সালের নির্বাচন স্বাধীনতার পথে এক বিরাট মাইলফলক।

গ উদ্দীপকের 'ক' চিহ্নিত স্থানে ছয়দফা দাবি আদায়ের জন্য পরিচালিত আন্দোলনের কথা বলা হয়েছে। বাঙালির স্বাধিকার আন্দোলনের ইতিহাসে এর গুরুত্ব অপরিসীম।

১৯৬৬ সালের ৫-৬ই ফেব্রুয়ারি লাহোরে অনুষ্ঠিত বিরোধী দলগুলোর এক সম্মেলনে আওয়ামী লীগ সভাপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পূর্ব পাকিস্তানের বঞ্চিত জনগণের অধিকার আদায়ের জন্য ছয় দফা দাবি তুলে ধরেন। এ দাবিগুলো আদায়ের আন্দোলনই ঐতিহাসিক ছয় দফা আন্দোলন হিসেবে পরিচিত। পাকিস্তান সরকারের বৈষম্যমূলক আচরণের বিরুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালি জনগণের পরিচালিত সংগ্রাম এ আন্দোলনে সুস্পষ্ট রূপ লাভ করে।

ছয় দফায় পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামরিক ইত্যাদি অধিকারের দাবি তুলে ধরা হয়। স্বায়ত্তশাসন, পৃথক মুদ্রা চালু ও কর আদায়ের সুযোগ, আঞ্চলিক নিরাপত্তার জন্য আধা সামরিক বাহিনী গঠন ইত্যাদি দাবি পূর্ব পাকিস্তানে ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করে। জনগণ ছয় দফা দাবি আদায়ের জন্য স্বতঃস্ফূর্তভাবে আন্দোলনে যোগ দেয়। ছয় দফা দাবিতে প্রত্যক্ষভাবে স্বাধীনতার কথা বলা না হলেও এতে উল্লিখিত বৃহত্তর স্বায়ত্তশাসনের দাবি বাঙালিকে স্বাধিকার অর্জনের মন্ত্রে উজ্জীবিত করে। এ আন্দোলন পরবর্তী সময়ে ১৯৬৯ সালে গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে সামরিক শাসনের অবসানে এবং ১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের জয়লাভে ভূমিকা রাখে। ছয় দফা আন্দোলনের ধারাবাহিকতাতেই মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বিশ্বের মানচিত্রে স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয় হয়।

ঘ উক্ত দাবি অর্থাৎ ছয় দফা দাবি বাঙালি জাতির মুক্তির সনদ– উক্তিটি যথার্থ।

১৯৪৭ সালে পাকিস্তান রাষ্ট্র সৃষ্টির পর থেকেই এর শাসকশ্রেণি পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালি জনগণের প্রতি বিমাতাসুলভ আচরণ করতে থাকে। এ অঞ্চলের জনগণ পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকদের চরম অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামরিক বৈষম্যের শিকার হয়। এছাড়াও ১৯৬৫ সালে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের সময় পূর্ব পাকিস্তানের নিরাপত্তার দুর্বলতা প্রকটভাবে ফুটে ওঠে। এসমস্ত কারণে পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৬৬ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারি লাহোরে ছয় দফা দাবি পেশ করেন।

ছয় দফার দাবিগুলো বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, এতে মূলত পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামরিক অধিকারের কথা তুলে ধরা হয়েছে। এ দাবিগুলো বাস্তবায়ন করা হলে বাঙালিরা পাকিস্তানের তৎকালীন শাসকশ্রেণির বৈষম্য ও শোষণ থেকে মুক্তি পেত। এছাড়া দাবিগুলোতে প্রত্যক্ষভাবে স্বাধীনতার কথা বলা না হলেও তা বাঙালিকে স্বাধিকার অর্জন ও স্বাতন্ত্র্যবোধে উজ্জীবিত করে। তাই পূর্ব পাকিস্তানে ছয় দফা দাবি ব্যাপক জনপ্রিয়তা পায়। পাকিস্তান সরকার ছয় দফাকে নাকচ করে দিয়ে একে বিচ্ছিন্নতাবাদী কর্মসূচি হিসেবে আখ্যায়িত করে। তারা ছয় দফা আন্দোলনকে স্তব্ধ করে দিতে নানা দমন-পীড়ন ও অত্যাচার-নির্যাতন চালাতে থাকে। কিন্তু বাঙালির এ দাবি আরও জোরদার হতে থাকে। এ আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় একে একে আসে উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান, সত্তরের নির্বাচন ও চূড়ান্ত পর্যায়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতা।

আলোচনা শেষে বলা যায়, ছয় দফা দাবি বাঙালির জাতীয় চেতনামূলে বিস্ফোরণ ঘটায়, যা তাদেরকে ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিয়ে দেশকে স্বাধীন করতে উদ্বুদ্ধ করে। তাই একে বাঙালি জাতির মুক্তির সনদ বলা হয়।

প্রশ্ন ▶৩ 'ক' এবং 'খ' অঞ্চল নিয়ে গঠিত একটি রাষ্ট্রের সিংহভাগ আয় 'ক' অঞ্চল থেকে সংগৃহীত হলেও কেন্দ্রীয় সরকারের বৈষম্যমূলক আচরণ ও অবহেলার কারণে ঐ অঞ্চলে তেমন কোনো উন্নতি হয়নি। বৈষম্য নিরসনের লক্ষ্যে 'ক' অঞ্চলের একজন নেতা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে বেশকিছু দাবি তুলে ধরেন। দাবিগুলো না মেনে কেন্দ্রীয় সরকার এমন কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেন, যার ফলে 'ক' অঞ্চলটি স্বাধীনতার দিকে ধাবিত হয়। *◀ শিখনফল-৪*

ক. পাকিস্তানে প্রথম সামরিক আইন জারি করেন কে? ১

খ. 'মৌলিক গণতন্ত্র' ধারণাটি ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের 'ক' অঞ্চলের পেশকৃত দাবিগুলোর সাথে বাংলাদেশের কোন ঘটনার মিল পাওয়া যায়? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের 'ক' অঞ্চলের পরিণতি এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা একসূত্রে গাঁথা— বিশ্লেষণ কর। ৪

৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক পাকিস্তানে প্রথম সামরিক আইন (১৯৫৮) জারি করেন প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মীর্জা।

খ পাকিস্তানের দ্বিতীয় প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান ১৯৫৮ সালে ক্ষমতা দখল করার পর 'মৌলিক গণতন্ত্র' ব্যবস্থা চালু করেন।

জেনারেল আইয়ুব খান ১৯৫৮ সালের ২৭শে অক্টোবর ক্ষমতা দখলের মাধ্যমে প্রেসিডেন্ট হওয়ার পর নিজের ক্ষমতা ও সামরিক শাসনকে দীর্ঘস্থায়ী করার লক্ষ্যে 'মৌলিক গণতন্ত্র' (বেসিক ডেমোক্রেসি) নামে একটি পরোক্ষ নির্বাচন পদ্ধতি চালু করেন। এই পদ্ধতিতে বলা হয়, পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের নির্বাচিত ৮০ হাজার ইউনিয়ন কাউন্সিল (বর্তমান ইউনিয়ন পরিষদ) সদস্য নিয়ে নির্বাচকমণ্ডলী গঠন করা হবে। আর তাদের ভোটেই প্রেসিডেন্ট এবং জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যরা নির্বাচিত হবেন।

গ উদ্দীপকের 'ক' অঞ্চলের পেশ করা দাবিগুলোর সাথে স্বাধীনতাপূর্ব বাংলাদেশের ছয় দফা দাবির মিল পাওয়া যায়।

ছয় দফা দাবি ছিল বাঙালি জাতির মুক্তির সনদ। পূর্ব পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালি জনগণের প্রতি পশ্চিম পাকিস্তানের বৈষম্যমূলক আচরণ যখন চরমে ওঠে তখন বাঙালির অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে ছয় দফা দাবি উত্থাপন করা হয়। ১৯৬৬ সালের ৫-৬ই ফেব্রুয়ারি লাহোরে অনুষ্ঠিত বিরোধী দলগুলোর এক সম্মেলনে যোগ দেন আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ মুজিবুর রহমান। সেখানে এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি ঐতিহাসিক ছয় দফা দাবি তুলে ধরেন।

উদ্দীপকে উল্লিখিত 'ক' অঞ্চলের নেতা তার অঞ্চলের অর্থনৈতিক বৈষম্যের অবসানসহ বাংলাদেশের ছয় দফা দাবিরই অনুরূপ কিছু দাবি তুলে ধরেন। পরবর্তীতে এই দাবিগুলোকে কেন্দ্র করেই অঞ্চলটি স্বাধীনতা অর্জন করে। একইভাবে ছয় দফাও ছিল বাঙালি জাতির মুক্তির সনদ। এ সনদে পাকিস্তানে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় সংসদীয় পদ্ধতির সরকার গঠনের দাবি জানানো হয়। এক্ষেত্রে সর্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটে নির্বাচন অনুষ্ঠানের ওপর জোর দেওয়া হয়। এছাড়া বলা হয়

কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে মাত্র দুটি বিষয় থাকবে— প্রতিরক্ষা ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। অন্য সব বিষয়ে অঙ্গরাজ্যগুলোর পূর্ণ ক্ষমতা থাকবে। একই সাথে সারা দেশে অবাধে বিনিয়োগযোগ্য দুই ধরনের মুদ্রা প্রচলনের কথাও বলা হয় এ দাবিতে। অঙ্গরাজ্যগুলো নিজেদের অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রার মালিক হবে এবং এর নির্ধারিত অংশ তারা কেন্দ্রকে দেবে। অঙ্গরাজ্যগুলোকে আঞ্চলিক নিরাপত্তার জন্য আধা-সামরিক বাহিনী গঠন করার ক্ষমতা দিতে হবে। মূলত ছয় দফা দাবিতে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও আঞ্চলিক নিরাপত্তাসহ প্রধান অধিকারগুলোর কথা তুলে ধরা হয়।

ঘ উদ্দীপকের 'ক' অঞ্চলের পরিণতি এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা একসূত্রে গাঁথা— উক্তিটির যথার্থতা রয়েছে।

১৯৬৬ সালে আওয়ামী লীগ নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছয় দফা দাবি উত্থাপন করলে পাকিস্তান সরকার তা মেনে না নিয়ে একে 'বিচ্ছিন্নতাবাদী কর্মসূচি' হিসেবে আখ্যায়িত করে। রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করার অভিযোগে পাকিস্তান সরকার ১৯৬৮ সালে শেখ মুজিবুর রহমান ও বাঙালি সেনা কর্মকর্তাসহ মোট ৩৫ জনকে আসামি করে 'ঐতিহাসিক আগরতলা মামলা' দায়ের করে। প্রতিবাদস্বরূপ পূর্ব পাকিস্তানের বিক্ষুব্ধ কৃষক-শ্রমিক-ছাত্র-জনতার ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন ক্রমশ ১৯৬৯ সালে গণআন্দোলনে রূপ লাভ করে।

ব্যাপক গণআন্দোলনের মুখে পাকিস্তান সরকার ১৯৬৯ সালের ২২শে ফেব্রুয়ারি 'আগরতলা মামলা' প্রত্যাহার করে শেখ মুজিবুর রহমানকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়। পরবর্তীতে ১৯৭০ সালে সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক নির্বাচনে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়। নির্বাচনের এ ফলাফলে ছয় দফার প্রতি পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের বিপুল সমর্থনের বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু পাকিস্তান সরকার নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে অস্বীকার করে উল্টো ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ গণহত্যার সূচনা করে। এতে বাঙালিদের অধিকার আদায়ের সংগ্রাম স্বাধীনতার জন্য সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের দিকে মোড় নেয়।

উদ্দীপকের 'ক' অঞ্চলের পরিণতি অর্থাৎ তাদের অর্থনৈতিক অধিকারের দাবি থেকে ক্রমশ স্বাধীনতার দিকে অগ্রসর হয়। পূর্ব পাকিস্তানেও ছয় দফা দাবি এক পর্যায়ে স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে রূপ নেয়। উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে তাই বলা যায়, ছয় দফার মাধ্যমে বাঙালিদের অধিকার আদায়ের যে চরম আন্দোলন শুরু হয়, তাই ধাপে ধাপে বাংলাদেশকে স্বাধীনতা অর্জনের দিকে নিয়ে যায়। এ কারণেই বলা যায়, উদ্দীপকের 'ক' অঞ্চলের দাবির মতো বাংলাদেশের ছয় দফা দাবি এবং স্বাধীনতা একসূত্রে গাঁথা।

প্রশ্ন ▶ ৪ একসময় এদেশে বিরোধী দলীয় নেতার পক্ষ থেকে একজন রাজনৈতিক সংস্কারের জন্য প্রস্তাব উত্থাপন করা হয়। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের পদ্ধতির মতো শুধুমাত্র দেশরক্ষা ও বৈদেশিক সম্পর্ক বাদে সকল ক্ষমতা অঙ্গরাজ্যগুলোকে প্রদান করার জন্য তিনি দাবি জানান। এমনকি তাঁর দাবির মধ্যে নিরাপত্তার জন্য রাজ্যগুলো সীমিত পরিসরে নিজস্ব বাহিনী গঠন করতে পারবে বলে দাবি জানান। *◀ পিছনফল-৪*

ক. কত সালে বাংলাদেশ কমনওয়েলথ এর সদস্য হয়? ১

খ. গণপরিষদ বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উল্লিখিত ঘটনা বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসের কোন ঘটনার সাথে সম্পর্কিত? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. তুমি কি মনে কর উক্ত দাবি বাঙালির জাতীয় চেতনার মূলে বিস্ফোরণ ঘটায়? যুক্তিসহ লেখ। ৪

৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশ ১৯৭২ সালে কমনওয়েলথ-এর সদস্য হয়।

খ গণপরিষদ বলতে সংবিধান প্রণয়নের লক্ষ্যে কোনো রাষ্ট্রের প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকদের ভোটে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের পরিষদকে বোঝানো হয়। সংবিধান প্রণয়নই হচ্ছে গণপরিষদের মূল কাজ। নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা পরিষদের অধিবেশনে বসে আলোচনার ভিত্তিতে রাষ্ট্রের উপযোগী সংবিধান প্রণয়ন করেন। সংবিধান গৃহীত হওয়ার পর গণপরিষদ বিলুপ্ত ঘোষিত হয়।

গ উদ্দীপকে বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসের বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য পর্ব ছয় দফা দাবির প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

১৯৬৬ সালে আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমানের (১৯৬৯ সালে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত) উত্থাপিত ছয় দফা দাবি ছিল পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালির মুক্তির সনদ। ১৯৪৭ সালে স্বাধীন হওয়ার পর থেকেই পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী পূর্ব পাকিস্তানের ওপর অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও প্রশাসনিকসহ নানা ধরনের বঞ্চনা চালাতে থাকে। বাঙালির ভাষা ও সংস্কৃতিও তাদের আক্রমণের লক্ষ্য হয়ে ওঠে। পশ্চিম পাকিস্তানের শোষণ ও বৈষম্য থেকে মুক্তি পেতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৬৬ সালের ৫-৬ই ফেব্রুয়ারি লাহোরে অনুষ্ঠিত বিরোধী দলের এক জাতীয় সম্মেলনে ঐতিহাসিক ছয় দফা দাবি উত্থাপন করেন। এ দাবির মূল বিষয় ছিল পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসন। এর কয়েকটি দাবি উদ্দীপকে উঠে এসেছে।

উদ্দীপকে উল্লিখিত বিরোধীদলীয় নেতার উত্থাপিত প্রস্তাব হলো— দেশরক্ষা ও বৈদেশিক সম্পর্ক বাদে সকল ক্ষমতা অঙ্গরাজ্যগুলোকে প্রদান এবং নিরাপত্তার জন্য সীমিত পরিসরে রাজ্যগুলোতে নিজস্ব বাহিনী গঠনের অধিকার থাকতে হবে। এ প্রস্তাব দুটিকে তার দেশের স্বায়ত্তশাসনের দাবি হিসেবে বিবেচনা করা যায়। তাই বলা যায়, এগুলো বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসের উল্লেখযোগ্য ঘটনা ৬ দফা দাবির সঙ্গেই সম্পর্কিত।

ঘ হ্যাঁ, আমি মনে করি ছয় দফা দাবি বাঙালির জাতীয় চেতনার মূলে বিস্ফোরণ ঘটিয়েছিল।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে ছয় দফার গুরুত্ব অপরিসীম। পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিদের ৬ দফাভিত্তিক স্বাধিকার আন্দোলন ১৯৬৯ এর গণআন্দোলনের পথ ধরে স্বাধীনতার লক্ষ্যে মুক্তিযুদ্ধে রূপ নেয়। এ দাবিনামায় পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠীর বৈষম্য ও অবিচার থেকে বাঙালির মুক্তির আভাস ছিল। ৬ দফার দাবিতে পূর্ব বাংলা ফুঁসে উঠলে স্বৈরাচারি আইয়ুব খান সরকারের ভিত কেঁপে ওঠে। এ আন্দোলন দমনে পাকিস্তান সরকারের নিপীড়ন, জেল বা মামলা বাঙালির প্রত্যয় ও ক্ষোভের আগুনকে নেভাতে পারেনি।

৬ দফা আন্দোলন পরবর্তীতে ১৯৬৯ সালে সামরিক শাসনবিরোধী গণঅভ্যুত্থানে রূপ নেয়। আর এর ধারাবাহিকতায়ই আসে আইয়ুব খানের পদত্যাগ এবং সত্তরের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের ঐতিহাসিক বিজয়। কিন্তু পাকিস্তানি শাসকরা বিজয়ী জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরে গড়িমসি করতে থাকে। এর পরিপ্রেক্ষিতে বঙ্গবন্ধু ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চের ভাষণে বাঙালিকে স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রস্তুতি নেওয়ার ডাক দেন। জবাবে ২৫শে মার্চ মধ্যরাতে ঢাকায় গণহত্যা শুরু করে পাকিস্তানি জান্তা। ২৬শে মার্চ প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার ডাক দিলে বাঙালি মুক্তিযুদ্ধ শুরু করে। নয়মাস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর অভ্যুদয় ঘটে স্বাধীন বাংলাদেশের।

ইতিহাসের ঘটনাপ্রবাহ পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, ছয় দফা দাবি পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর বৈষম্যের বিরুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণকে প্রতিবাদী হয়ে উঠতে অনুপ্রাণিত করেছিল। ফলে বাঙালি ঐক্যবদ্ধভাবে স্বাধিকার আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে। আন্দোলনের বিভিন্ন পর্যায় অতিক্রম করে অবশেষে ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করে। সুতরাং আমরা বলতে পারি, ছয় দফা দাবি বাঙালির জাতীয় চেতনার মূলে প্রকৃতই বিস্ফোরণ ঘটিয়েছিল।

প্রশ্ন ▶ ৫ আকাশ সাহেব তার এলাকার একটি স্কুলের ম্যানেজিং কমিটির নির্বাচনে দাঁড়িয়েছেন। তাকে সকলে ভালো লোক হিসেবে জানে। তিনি অভিভাবকদের ভোটে নির্বাচিত হওয়ার পরও দুর্নীতিপরায়ণ বিদায়ী কমিটি তাকে প্রাপ্য অধিকার দেয়নি। তাকে দায়িত্ব দিতে তারা গড়িমসি করে। এক সময় অভিভাবকরা আন্দোলন শুরু করেন। অভিভাবকদের প্রতিবাদী আন্দোলনের কারণে পুরনো কমিটি বিদায় নিতে বাধ্য হয়। নতুন কমিটি ক্ষমতা পায়। *◀ শিখনফল-৬*

ক. কত সালে ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটে? ১

খ. ছয় দফা আন্দোলনকে কেন বাঙালি জাতির 'মুক্তির সনদ' বলা হয়? ২

গ. আকাশ সাহেবের নির্বাচনের সাথে পাঠ্যবইয়ের কোন নির্বাচন সামঞ্জস্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে অভিভাবকদের আন্দোলন ও বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের প্রেক্ষাপট একই— বিশ্লেষণ কর। ৪

৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটে ১৯৪৭ সালে।

খ ৬ দফা আন্দোলন বাঙালি জাতিকে স্বাধীনতার মন্ত্রে উজ্জীবিত করে বলে একে বাঙালি জাতির 'মুক্তির সনদ' বলা হয়।

১৯৬৬ সালের ৬ দফায় পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের প্রতি অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামরিক বৈষম্য দূর করাসহ প্রধান দাবিগুলো তুলে ধরা হয়েছিল। ৬ দফায় প্রত্যক্ষভাবে স্বাধীনতার কথা বলা না হলেও এতে প্রথমবারের মতো লিখিতভাবে আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের জোরালো দাবি তোলা হয়েছিল। এ আন্দোলনের ধারাবাহিকতায়ই বাঙালি জাতি স্বাধিকারের দাবি থেকে স্বাধীনতা যুদ্ধের পথে এগিয়ে যায়। এ কারণেই ৬ দফা দাবিকে বাঙালি জাতির 'মুক্তির সনদ' বলা হয়।

গ উদ্দীপকের আকাশ সাহেবের স্কুল ম্যানেজিং কমিটির নির্বাচনের সাথে পাঠ্যবইয়ের ১৯৭০ সালের নির্বাচন সামঞ্জস্যপূর্ণ।

পাকিস্তানে স্বাধীনতার পর থেকে ১৯৭০ সালেই সর্বপ্রথম 'এক ব্যক্তি এক ভোট' ভিত্তিতে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ, মুসলিম লীগ (কাইয়ুম), মুসলিম লীগ (কনভেনশন), পাকিস্তান পিপলস পার্টি, ন্যাপ, ডেমোক্রেটিক পার্টি, জামায়াত-ই-ইসলামি ইত্যাদি দল অংশ নেয়। এর মধ্যে আওয়ামী লীগ জাতীয় পরিষদে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য নির্ধারিত ১৬৯টি আসনের মধ্যে ১৬৭টিই লাভ করে। পাশাপাশি পূর্ব পাকিস্তানের প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনেও আওয়ামী লীগ ৩০০টির মধ্যে ২৮৮টি আসনে জয়লাভ করে। কিন্তু আওয়ামী লীগ উভয় নির্বাচনে বিপুল বিজয় পেলেও পাকিস্তানি শাসকচক্র তাদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর না করার ষড়যন্ত্র করতে থাকে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, আকাশ সাহেব স্কুলের ম্যানেজিং কমিটির নির্বাচনে জয়লাভ করা সত্ত্বেও দুর্নীতিপরায়ণ বিদায়ী কমিটি তাকে দায়িত্ব বুঝিয়ে দেয়নি। এ ঘটনা পাকিস্তানের ১৯৭০ সালের নির্বাচন পরবর্তী সময়ের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এ সময় পাকিস্তান সরকার বাঙালির হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর না করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল। তাই বলা যায়, আকাশ সাহেবের নির্বাচনের সাথে ১৯৭০ সালের নির্বাচনের সাদৃশ্য রয়েছে।

ঘ উদ্দীপকের স্কুলশিক্ষার্থীদের অভিভাবকদের আন্দোলনের সাথে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপটের মিল রয়েছে।

১৯৭০ সালের জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করলেও পাকিস্তান সরকার বাঙালির কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করেনি। তারা এ নিয়ে সময়ক্ষেপণ করতে থাকে। পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ ও রাজনৈতিক দলগুলোর অব্যাহত চাপের মুখে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ১৯৭১ সালের ৩রা মার্চ থেকে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন ডাকেন। কিন্তু শেষ মুহূর্তে তিনি অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত ঘোষণা করেন। কোনো রকম আলোচনা না করে অধিবেশন স্থগিত করায় পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। ২রা ও ৩রা মার্চ বাঙালির অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধুর আহবানে হরতাল পালিত হয়। হরতালে পুলিশ ও সেনাদের গুলিতে বহুলোক হতাহত হলে বঙ্গবন্ধু অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেন।

৭ই মার্চ ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) এক ঐতিহাসিক ভাষণে বঙ্গবন্ধু কৌশলে স্বাধীনতার ডাক দেন। ভাষণে তিনি বাঙালিদের স্বাধীনতার লড়াইয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে প্রস্তুত হওয়ার আহ্বান জানান। এর দুই সপ্তাহ পরই ২৫শে মার্চ মধ্যরাতে পাকিস্তানি হানাদাররা ঢাকায় গণহত্যা শুরু করে। উদ্দীপকের আকাশ সাহেব স্কুলের ম্যানেজিং কমিটির নির্বাচনে জিতলেও দুর্নীতিপরায়ণ বিদায়ী কমিটি তাকে দায়িত্ব দিতে গড়িমসি করে। কিন্তু অভিভাবকদের আন্দোলনের কারণে পুরনো কমিটি বিদায় নিতে বাধ্য হয় এবং নতুন কমিটি দায়িত্ব গ্রহণ করে।

উপরের আলোচনা থেকে আমরা বলতে পারি, উদ্দীপকে অভিভাবকদের আন্দোলনের মাধ্যমে আকাশ সাহেবের দায়িত্ব গ্রহণ এবং নয় মাসের রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাঙালির স্বাধীনতা অর্জনের প্রেক্ষাপট একই ধরনের। উভয় ক্ষেত্রেই গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে অনুষ্ঠিত নির্বাচনের ফল উপেক্ষা করা হয়েছিল।

সৃজনশীল প্রশ্নব্যাংক

➤ উত্তর সংকেতসহ প্রশ্ন

প্রশ্ন ▶ ৬ একসময় এদেশে বিরোধী দলীয় নেতাদের পক্ষ থেকে একজন রাজনৈতিক সংস্কারের জন্য প্রস্তাব উত্থাপন করেন। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের পদ্ধতির মতো মাত্র দেশরক্ষা ও বৈদেশিক সম্পর্ক বাদে সকল ক্ষমতা অঙ্গরাজ্যগুলোকে প্রদান করার জন্য তিনি দাবি জানান। এমনকি তাঁর দাবির মধ্যে নিরাপত্তার জন্য রাজ্যগুলো সীমিত পরিসরে নিজস্ব বাহিনী গঠন করতে পারবে বলে দাবি জানান। *◀ শিখনফল-৪*

ক. কত সালে বাংলাদেশ কমনওয়েলথ এর সদস্য হয়? ১

খ. গণপরিষদ বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উল্লিখিত ঘটনা বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসের কোন ঘটনার সাথে সম্পর্কিত? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. তুমি কি মনে কর উক্ত দাবি বাঙালির জাতীয় চেতনার মূলে বিস্ফোরণ ঘটায়? যুক্তিসহ লেখো। ৪

৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশ ১৯৭২ সালে কমনওয়েলথ এর সদস্য হয়।

খ গণপরিষদ বলতে সংবিধান প্রণয়নের লক্ষ্যে কোনো রাষ্ট্রের প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকদের ভোটে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের পরিষদকে বোঝানো হয়।

গণপরিষদের মূল কাজ হচ্ছে সংবিধান প্রণয়ন। নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা পরিষদের অধিবেশনে বসে আলোচনার ভিত্তিতে রাষ্ট্রের উপযোগী সংবিধান প্রণয়ন করেন। প্রয়োজনীয় সংশোধনীর পর সংবিধান গৃহীত হয় এবং গণপরিষদ বিলুপ্ত ঘোষিত হয়।

সুপার টিপস্: প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতার প্রশ্নের উত্তরের জন্য অনুরূপ যে প্রশ্নের উত্তরটি জানা থাকতে হবে—

গ ছয় দফা দাবি সম্পর্কে ধারণা দাও।

ঘ ছয় দফা দাবি বাঙালির জাতীয় চেতনার মূলে বিস্ফোরণ ঘটিয়েছিল— বিশ্লেষণ কর।

প্রশ্ন ▶ ৭ 'ক' এলাকার পূর্বদিকের জনগণ শাসকদের বৈষম্যমূলক আচরণ ও অবহেলার বিরুদ্ধে ১০ দফা দাবি করে আন্দোলন করে। সরকার একে বিচ্ছিন্ন কর্মসূচি বলে আখ্যায়িত করে। ধারাবাহিকভাবে বেশ কয়েকটি আন্দোলনের পর পূর্বদিকের জনগণ আলাদা রাষ্ট্র গঠন করতে সক্ষম হয়। *◀ শিখনফল-৪*

ক. যুক্তফ্রন্টভুক্ত কৃষক-শ্রমিক পার্টির নেতা কে ছিলেন? ১

খ. আওয়ামী মুসলিম লীগ কীভাবে আওয়ামী লীগ নাম ধারণ করে? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. পূর্বদিকের প্রথম আন্দোলনটি পূর্ব পাকিস্তানের কোন আন্দোলনের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. তুমি কি মনে কর বাংলাদেশ নামক আলাদা রাষ্ট্র পূর্বদিকের জনগণের রাষ্ট্রের মতোই গঠিত হয়েছিল? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যুক্তফ্রন্টভুক্ত কৃষক শ্রমিক পার্টির নেতা ছিলেন শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক।

খ আওয়ামী মুসলিম লীগ অসাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক আদর্শের ভিত্তিতে আওয়ামী লীগ নাম ধারণ করে।

আওয়ামী মুসলিম লীগের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল পূর্ব বাংলার আপামর জনসাধারণের স্বার্থ রক্ষা করা। এ কারণে ১৯৫৫ সালে 'মুসলিম' শব্দটি বাদ দিয়ে দলটি অসাম্প্রদায়িক আদর্শের অনুসারী হয়। ফলে ধর্ম পরিচয় নির্বিশেষে সকল বাঙালি ও ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠীসমূহ জাতীয়তাবাদের ধারায় অংশগ্রহণের সুযোগ পায়।

সুপার টিপস্: প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতার প্রশ্নের উত্তরের জন্য অনুরূপ যে প্রশ্নের উত্তরটি জানা থাকতে হবে—

গ ছয় দফা দাবি সম্পর্কে ধারণা দাও।

ঘ বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের ক্ষেত্রে ছয় দফার গুরুত্ব আলোচনা কর।

➤ অনুশীলনের জন্য আরও প্রশ্ন

প্রশ্ন ▶ ৮ রফিকুল ইসলাম দৈনিক প্রথম আলো পত্রিকায় ভাষা আন্দোলন নিয়ে একটি প্রতিবেদন পড়ছিলেন। একটি মন্তব্য তার দৃষ্টি কাড়ে। সেখানে লেখা ছিল, ভাষা আন্দোলন পরবর্তীতে স্বাধিকার আন্দোলনে রূপ লাভ করে। রফিকুল ইসলাম মনে করেন ভাষা আন্দোলন ভিত্তি হলেও ছয় দফা আন্দোলনই স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে প্রত্যক্ষ ভূমিকা পালন করে। *◀ শিখনফল-১*

ক. জাতীয়তাবোধ কী? ১

খ. সরকার আগরতলা মামলা প্রত্যাহার করে কেন? ২

গ. রফিকুল ইসলামের দৃষ্টি কেড়ে নেওয়া পত্রিকায় প্রকাশিত উক্তিটি ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে প্রত্যক্ষ ভূমিকা রেখেছিল কোন আন্দোলন? রফিক সাহেবের চিন্তাধারা বিশ্লেষণ কর। ৪

প্রশ্ন ▶ ৯ রূপপুর ইউনিয়নের ১নং ওয়ার্ড নদীর ওপারে থাকায় সেখানে উন্নয়নের ব্যাপারে ৫নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা চেয়ারম্যান জামিল শেখ কোনো পদক্ষেপ নেননি। বরং ১নং ওয়ার্ড থেকে সম্পদ এনে জামিল শেখের এলাকার উন্নয়ন করা হয়। এ কারণে ১নং ওয়ার্ডের মাটি ও মানুষের নেতা হাতেম মাস্টার কয়েকটি দাবি সম্বলিত স্বশাসনের আন্দোলন শুরু করেন।

◀ শিখনফল-৩ ও ৪ [আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ, মতিঝিল, ঢাকা]

ক. যুক্তফ্রন্টের একুশ দফার একুশতম দফায় কী ছিল? ১

খ. আওয়ামী মুসলিম লীগ কেন গঠন করা হয়? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. রূপপুর ইউনিয়নের ১নং ওয়ার্ডের প্রতি জামিল শেখের আচরণ পাকিস্তান আমলের কোন বৈষম্যকে স্মরণ করিয়ে দেয়? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. ১নং ওয়ার্ডকে পূর্ব পাকিস্তান মনে করা হলে হাতেম মাস্টারের আন্দোলন হলো বাঙালির স্বাধীনতার মূলমন্ত্র — তোমার মতামত বিশ্লেষণ কর। ৪

প্রশ্ন ▶ ১০ ঐতিহাসিক ছয় দফার ভিত্তিতে একটি নির্বাচনে বাঙালি জাতীয়তাবাদের পক্ষে ভোট প্রদানের মাধ্যমে পূর্ববাংলার জনগণ অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পথ প্রশস্ত করে। এ বাঙালি জাতীয়তাবাদই অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ রাষ্ট্র গঠনে জনগণকে অনুপ্রাণিত করে। *◀ শিখনফল-৪*

ক. এ.কে ফজলুল হক কখন মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন? ১

খ. ঐতিহাসিক ৬ দফাকে কেন পূর্ববাংলার মুক্তির সনদ বলা হয়? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত নির্বাচনের গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের কোন ঘটনাটি অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ রাষ্ট্র গঠনে জনগণকে অনুপ্রাণিত করে? বিশ্লেষণ কর। ৪

প্রশ্ন ▶ ১১ আকাশ সাহেব তার এলাকার একটি স্কুলের ম্যানেজিং কমিটির নির্বাচনে দাঁড়িয়েছেন। তাকে সকলে ভালো লোক হিসেবে জানে। তিনি অভিভাবকদের ভোটে নির্বাচিত হওয়ার পরও দুর্নীতিপরায়ণ বিদায়ী কমিটি তাকে প্রাপ্য অধিকার দেয়নি। তাকে দায়িত্ব দিতে তারা গড়িমসি করে। এক সময় অভিভাবকরা আন্দোলন শুরু করেন। অভিভাবকদের প্রতিবাদী আন্দোলনের কারণে পুরনো কমিটি বিদায় নিতে বাধ্য হয়। নতুন কমিটি ক্ষমতা পায়। *◀ শিখনফল-৬*

ক. কত সালে ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটে? ১

খ. ছয়দফা অন্দোলনকে কেন বাঙালি জাতির 'মুক্তির সনদ' বলা হয়? ২

গ. আকাশ সাহেবের নির্বাচনের সাথে পাঠ্যবইয়ের কোন নির্বাচন সামঞ্জস্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে অভিভাবকদের আন্দোলন ও বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের প্রেক্ষাপট একই— বিশ্লেষণ করো। ৪

নিজেকে যাচাই করি

সৃজনশীল বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

সময়: ৩০ মিনিট; মান-৩০

১. 'সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' কখন গঠিত হয়?
ক ১লা জানুয়ারি, ১৯৪৮
খ ২রা মার্চ, ১৯৪৮
গ ২রা জানুয়ারি, ১৯৪৭
ঘ ২৬শে জানুয়ারি, ১৯৫২

২. ১৯৬৬ সালে পাকিস্তানের প্রশাসনের চিত্রে শিক্ষাখাতে কত শতাংশ বাঙালি নিযুক্ত ছিল?
ক ২৩% খ ২৭.৩%
গ ৩৫% ঘ ২০.১%

৩. অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ রাষ্ট্র গঠনে জনগণকে কোন বিষয়টি অনুপ্রাণিত করেছে?
ক পাকিস্তানের দ্বি-জাতি তত্ত্ব
খ বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি
গ বঙ্গবন্ধুর ছয় দফা
ঘ বাঙালি জাতীয়তাবাদ

৪. ঢাকায় ২১শে ফেব্রুয়ারি ছাত্র হত্যার প্রতিবাদে প্রথম কবিতাটি রচনা করেন কে?
ক কবি মাহবুব-উল-আলম চৌধুরী
খ আলাউদ্দিন আল আজাদ
গ শামসুর রাহমান
ঘ কাজী নজরুল ইসলাম

৫. পাকিস্তান সৃষ্টির পূর্বেই কোন প্রশ্ন নিয়ে বিতর্ক সৃষ্টি হয়?
ক রাষ্ট্রের সংবিধান কেমন হবে
খ রাষ্ট্রের রাজধানী কোথায় হবে
গ রাষ্ট্রভাষা কী হবে
ঘ রাষ্ট্রের প্রতীক কী হবে

৬. যুক্তফ্রন্টের ঘোষিত বিষয় হলো—
i. সকল প্রকার কালাকানুন বহাল রাখা
ii. বাস্তুহারাদের পুনর্বাসন করা
iii. শাসক বিভাগ থেকে বিচার বিভাগ পৃথক করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৭. ১৯৭০ সালের নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে—
i. জাতীয় কংগ্রেস
ii. আওয়ামী লীগ
iii. পিপলস্ পার্টি
নিচের কোনটি সঠিক ?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

৮. ৬ দফা ও ১১ দফার মূল লক্ষ্য ছিল—
i. গণতন্ত্রের পূর্ণ বাস্তবায়ন
ii. স্বায়ত্তশাসন
iii. পাকিস্তানের দু'অংশের বৈষম্য দূর করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ ii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

উদ্দীপকটি পড়ে ৯ ও ১০ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
১৭৭৮ থেকে ১৭৯৯ সাল পর্যন্ত ফ্রান্সের নানা উত্তাল ঘটনাধারা 'ফরাসি বিপ্লব' নামে পরিচিত। ১৭৮৯ সালের ১৪ই জুলাই বাস্তিল দুর্গ আক্রমণ ও দখলের মাধ্যমে ১৪ই জুলাই জনগণের বিপ্লবী অভ্যুত্থান জয়যুক্ত হয়।

৯. উদ্দীপকে আলোচিত ঘটনার সাথে কোনটি সাদৃশ্যপূর্ণ?
ক ঐতিহাসিক আগরতলা মামলা
খ ৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান
গ ৬৮-এর গণঅভ্যুত্থান
ঘ ৭০-এর গণঅভ্যুত্থান

১০. উদ্দীপকে আলোচিত ঘটনার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ বাংলাদেশের ঘটনায়—
i. শামসুজ্জোহা ও আসাদ নিহত হন
ii. শামসুজ্জোহা ও শফিউর নিহত হন
iii. বিপ্লবাত্মকরূপ পরিলক্ষিত হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

নিচের সারণি অবলম্বনে ১১ ও ১২ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

নং	খাতের নাম	বাঙালি	পশ্চিম পাকিস্তান
১	সাধারণ সৈনিক	৪%	৯৬%
২	পাইলট	১১%	৮৯%
৩	স্বাস্থ্য	১৯%	৮১%
৪	কৃষি	২১%	৭৯%

সূত্র: ১৯৬৬ সালের পাকিস্তানি বাজেট আলোচনা।

১১. বাঙালিরা কোন খাতে বেশি সুবিধা ভোগ করত?
ক সাধারণ সৈনিক খ পাইলট
গ স্বাস্থ্য ঘ কৃষি

১২. ১৯৬৬ সালে পাকিস্তানে ৫০০ জন সাধারণ সৈনিক নিয়োগ পেলে পূর্ব পাকিস্তান থেকে কত জন নিয়োগ পেয়েছিল?
ক ৪ খ ২০
গ ৪৮৪ ঘ ৫০০

১৩. পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্মের পর শাসনভার কাদের হাতে কেন্দ্রীভূত হয়?
ক পূর্ব বাংলার রাজনীতিবিদদের
খ পূর্ব বাংলার ধনিক গোষ্ঠীর
গ পশ্চিম পাকিস্তানের ধনিক গোষ্ঠীর
ঘ পশ্চিম পাকিস্তানের রাজনীতিবিদদের

১৪. ভাষা আন্দোলন কেন হয়েছিল?
ক উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে
খ মাতৃভাষা বাংলাকে রক্ষার জন্য
গ বাংলাকে আন্তর্জাতিক রূপ দেয়ার জন্য
ঘ আরবি ভাষা গ্রহণ করার অংশ হিসেবে

১৫. 'তমদ্দুন মজলিস' প্রকাশিত ভাষা আন্দোলনের পুস্তিকাটির নাম কী ছিল?
ক মাতৃভাষায় শিক্ষা দান
খ পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বাংলা না উর্দু
গ বাংলার ভাষা বাংলা
ঘ বাংলা ভাষার যৌক্তিক দাবি

১৬. ১৯৪৭ সালে কোন শহরে শিক্ষা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়?
ক পেশোয়ার খ লাহোর
গ করাচি ঘ রাওয়ালপিন্ডি

১৭. তমদ্দুন মজলিস—
i. একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান
ii. একটি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান
iii. ২ সেপ্টেম্বর ১৯৪৭ সালে প্রতিষ্ঠা পায়
নিচের কোনটি সঠিক ?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

১৮. কত সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হয়?
ক ১৯৪৫ সালে খ ১৯৪৬ সালে
গ ১৯৪৭ সালে ঘ ১৯৪৮ সালে

১৯. পূর্ব বাংলার জনগণ কখন পাকিস্তান রাষ্ট্রের রাজনৈতিক চরিত্র এবং দ্বি-জাতি তত্ত্বের ভুলগুলো বুঝতে শুরু করে?
ক দেশবিভাগের পূর্বে
খ ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের পর
গ ভাষা আন্দোলনের পর
ঘ পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর

২০. ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর পূর্ব বাংলার জনগণ বুঝতে শুরু করে—
i. পাকিস্তান রাষ্ট্রের রাজনৈতিক চরিত্র
ii. ভারত রাষ্ট্রের রাজনৈতিক চরিত্র
iii. দ্বি-জাতিতত্ত্বের ভুলগুলো
নিচের কোনটি সঠিক ?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

২১. ১৯৪৭ এর পর রাজনৈতিক দল ও নেতৃত্বের মধ্যে যে ধারা লক্ষ করা যায় তা হলো—
i. পাকিস্তানের অনুগত রাজনৈতিক দল
ii. পূর্ব বাংলার স্বার্থ রক্ষার জন্য সোচ্চার রাজনৈতিক দল
iii. সাম্যবাদী আদর্শের রাজনৈতিক ধারা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

২২. পাকিস্তানের সংসদ ও সরকার কার্যকর না হওয়ার কারণ কী ছিল?
ক পশ্চিম পাকিস্তানভিত্তিক রাজনৈতিক দলগুলোর অসহযোগিতা
খ সামরিক-বেসামরিক গোষ্ঠীর অশুভ তৎপরতা
গ বিদেশি চক্রান্তে
ঘ সামরিক শাসন জারি

২৩. প্রাদেশিক পরিষদে অধিবেশন চলাকালীন সময়ে সংসদ সদস্যদের মারামারিতে আহত হয়ে কে মারা যান?
ক ডেপুটি স্পিকার শাহেদ আলী
খ ফজলুল কাদের চৌধুরী
গ তমিজুদ্দীন খান
ঘ আব্দুল জব্বার খান

২৪. কে পাকিস্তানে সর্বপ্রথম সামরিক শাসন জারি করেন?
ক ইস্কান্দার মীর্জা
খ গোলাম মোহাম্মদ
গ আইয়ুব খান
ঘ ফজল ইলাহী চৌধুরী

২৫. ১৯৬৯ সালে ডাকসুর ভিপি কে ছিলেন?
ক আ স ম আবদুর রব খ মহিউদ্দীন আহমেদ
গ তোফায়েল আহমেদ ঘ শামসুল হক

২৬. ১৯৭০ সালের নির্বাচনে মোট ভোটার ছিল কত জন?
ক ৫ কোটি ৫০ লাখ খ ৫ কোটি ৬৪ লাখ
গ ৫ কোটি ৭০ লাখ ঘ ৫ কোটি ৮০ লাখ

২৭. পূর্ব পাকিস্তানে সামরিক শাসন জারির পর—
i. ১৯৫৬ সালে গৃহীত সংবিধান বাতিল করা হয়
ii. কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক পরিষদ ভেঙে দেওয়া হয়
iii. মৌলিক অধিকারের নিশ্চয়তা দেয়া হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

২৮. প্রেসিডেন্ট পদে অধিষ্ঠিত হয়ে আইয়ুব খান ঘোষণা দেন—
i. নিজেকে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক হিসেবে
ii. রাজনৈতিক দলের কার্যক্রমের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা উঠিয়ে নেন
iii. ১৯৫৯ সালে অনুষ্ঠিতব্য সাধারণ নির্বাচন স্থগিত করেন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

উদ্দীপকটি পড়ে ২৯ ও ৩০ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
একটি প্রতিষ্ঠানের পারস্পরিক দ্বন্দ্বের কারণে একজন পরিচালকের মৃত্যু হয়। এতে ক্ষুব্ধ হয়ে মহাপরিচালক সকল পরিচালকদের প্রতিষ্ঠান থেকে বের করে দিয়ে নির্বাহী ক্ষমতা প্রদান করেন নিরাপত্তা রক্ষী ইউনুসকে। সুচতুর ইউনুস কৌশলে মহাপরিচালককেও প্রতিষ্ঠান থেকে বের করে দিয়ে নিজেই সকল দায়িত্ব নিয়ে নেন।

২৯. ইউনুসের সাথে ইতিহাসের কোন ব্যক্তির মিল আছে?
ক মি. জিন্নাহ
খ খাজা নাজিম উদ্দিন
গ আইয়ুব খান
ঘ ইয়াহিয়া খান

৩০. সাদৃশ্যপূর্ণ ঘটনার মাধ্যমে একটি দেশের—
i. জনগণের মৌলিক অধিকার ক্ষুণ্ন হয়
ii. আইনসভা অকার্যকর হয়
iii. সার্বভৌমত্ব শেষ হয়ে যায়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

সৃজনশীল রচনামূলক প্রশ্ন

সময়: ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট; মান-৭০

১▶ ঐশীর বাবা একজন সচিব। তার চাচা সামরিক বাহিনীর একজন পদস্থ অফিসার। দেশের বিভিন্ন স্থানে বসবাসরত তাদের অনেক আত্মীয়স্বজন, বন্ধু-বান্ধব এবং তাদের এলাকার অনেকেই আজ বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত। পক্ষান্তরে ঐশীর দাদা মি. রাকিব যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও নিম্ন বেতনভুক্ত কর্মচারী হিসেবে তার কর্মজীবন শেষ করেছেন। ১৯৫২ ও ১৯৬৯-এর আন্দোলনের ফলে ঐশীরা আজ বাংলাদেশের গর্বিত নাগরিক।

ক. যুক্তফ্রন্ট কতটি দল নিয়ে গঠিত হয়? ১

খ. মৌলিক গণতন্ত্র নামে একটি ব্যবস্থা চালু করা হয় কেন? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. মি. রাকিবের এই পরিণতির জন্য দায়ী কারণসমূহ শনাক্ত করে ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. ১৯৫২ ও ১৯৬৯-এর আন্দোলনের ফলে ঐশীরা আজ বাংলাদেশের গর্বিত নাগরিক— উক্তিটির যথার্থতা প্রমাণ করো। ৪

২▶ বিরল সম্মান আর শ্রদ্ধার আসনে ২১শে ফেব্রুয়ারি আজ সারাবিশ্বে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। কিন্তু এ অর্জন সহজ পথে আসেনি। নিজেদের মাতৃভাষায় কথা বলার জন্য, নিজের ভাষায় শিক্ষা অর্জনের অধিকার রক্ষার জন্য এদেশের ছাত্রজনতা রাজপথে নিজেদের বুকের তাজা রক্ত উৎসর্গ করেছিল। এ আন্দোলনের মাধ্যমে বাঙালির আন্দোলনের সংগ্রামী চেতনা গ্রহণ করেছিল। যার ফল আজকের স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ।

ক. কত সালে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন ঘটেছিল? ১

খ. ৬৯-এর গণঅভ্যুত্থানের অন্যতম কারণ কী ছিল? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত আন্দোলনের মাধ্যমে বাঙালি কীভাবে জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ হয়? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. 'আন্দোলনের পথ ধরেই আজকের এই স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ'— পাঠ্যপুস্তকের আলোকে উক্তিটির যথার্থতা নির্ণয় করো। ৪

৩▶ পাহাড়তলির মরণ চূড়ায়
ঝাঁপ দিল যে অগ্নি,
ফেব্রুয়ারির শোকের বসন
পরলো তারই ভগ্নি।
প্রভাতফেরি, প্রভাতফেরি,
আমায় নেবে সঙ্গে,
বাংলা আমার বচন, আমি
জন্মেছি এই বঙ্গে।

ক. ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসনের অবসান হয় কবে? ১

খ. যৌথবাহিনী গঠন করা হয়েছিল কেন? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত কবিতার অংশটি কোন ঐতিহাসিক ঘটনাকে ইঙ্গিত করে? বর্ণনা দাও। ৩

ঘ. উক্ত ঘটনাটি জাতীয়তাবাদের মূলভিত্তি রচনা করে, যা পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে— বিশ্লেষণ কর। ৪

৪▶ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শহিদ সার্জেন্ট জহুরুল হক হলের পাশেই 'বরকত স্মৃতি জাদুঘর' অবস্থিত। শহিদ বরকতের ব্যবহার্য নানা জিনিসপত্র, পিতার নিকট টাকা চেয়ে বরকতের লেখা চিঠি, মায়ের সাথে বরকতের তোলা ছবি সবই এখানে স্মৃতির দেয়ালে সংরক্ষিত আছে। আরও আছে বাঙালির মুখের ভাষা ও সংস্কৃতি সম্বলিত নানান লেখকের অনেক বই, যা আজও আপামর জনগণকে এক রক্তক্ষয়ী আন্দোলনের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

ক. যুক্তফ্রন্ট কত দফা বিশিষ্ট কর্মসূচি ঘোষণা করেছিল? ১

খ. ১৯৫৪ সালের নির্বাচনের প্রভাব কীরূপ ছিল? ২

গ. উদ্দীপকের ঘটনাটি তোমার পঠিত কোন আন্দোলনকে স্মরণ করিয়ে দেয়? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত বরকতদের আত্মত্যাগের কারণে আমরা বাংলা ভাষায় কথা বলার অধিকার লাভ করেছি — তুমি কি বক্তব্যটি সমর্থন কর? যৌক্তিক মত দাও। ৪

৫▶ গত একুশে ফেব্রুয়ারি শহিদ মিনারে ফুল দেওয়ার সময় শশী কয়েকটি শোভাযাত্রায় 'রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম' পরিষদের ব্যানার দেখতে পায়। সে তার বাবার কাছে জানতে চায় ঐ পরিষদ কেন গঠন করা হয়? শশীর বাবা বলেন, সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের নেতৃত্বে ভাষার দাবি জোরালোভাবে পেশ করা হয়। তিনি আরো বলেন, ভাষা আন্দোলনই স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে প্রত্যক্ষ ভূমিকা পালন করে।

ক. ১৯৫২ সালে জারিকৃত ১৪৪ ধারা প্রত্যাহার করা হয় কবে? ১

খ. আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস কী? ২

গ. শশীর ব্যানারে দেখা সংগঠনের তীব্র আন্দোলনের ফলে ভাষার দাবি সোচ্চার হয়েছিল কীভাবে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. শশীর বাবার সর্বশেষ উক্তির যথার্থতা পাঠ্যবইয়ের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

৬▶ ১৯৬০ সালে ভারতের আসাম প্রাদেশিক সরকার সংখ্যাগরিষ্ঠের ভাষা বাংলাকে বাদ দিয়ে অসমিয়া ভাষাকে একমাত্র দাপ্তরিক ভাষা হিসেবে ঘোষণা দেয়। এ সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে বাঙালিরা আন্দোলন গড়ে তোলে। ১৯৬১ সালের ১৯ মে ধর্মঘটে আসাম রাইফেলসের একটি ব্যাটালিয়ন আন্দোলনকারীদের ওপর গুলি চালায়। এর ফলে ১১ জন ভাষা সৈনিক ঘটনাস্থলে শহিদ হন। পরবর্তীতে আন্দোলন আরও জোরদার হলে চাপের মুখে আসাম সরকার বাংলা ভাষাকে দাপ্তরিক ভাষার মর্যাদা দিতে বাধ্য হয়। তবে আসাম এখনো ভারতের একটি প্রদেশ হিসেবে শাসিত হচ্ছে।

ক. কত সালে তমদ্দুন মজলিস গঠিত হয়েছিল? ১

খ. পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করতে চেয়েছিল কেন? ২

গ. উদ্দীপকের আন্দোলনটি বাংলাদেশের কোন আন্দোলনের কথা মনে করিয়ে দেয়? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. সাদৃশ্যপূর্ণ আন্দোলনটি উদ্দীপকের আন্দোলন অপেক্ষা অধিক তাৎপর্যপূর্ণ— মন্তব্যটির সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৭▶ একটি বেসরকারি রেডিওতে বাংলা ও ইংরেজি মিশ্রিত উপস্থাপনা শুনে রাজিব খুব মর্মাহত হয়। পরবর্তীতে সে এক প্রতিবাদ লিপিতে কর্তৃপক্ষের কাছে আহ্বান করে, অন্তত ফেব্রুয়ারি মাসে যেন শুদ্ধ বাংলায় উপস্থাপনা করা হয়। জবাবে রেডিও-এর মহাপরিচালক ঘটনার জন্য দুঃখ প্রকাশ করে রাজিবকে জানালেন, তোমাদের এ চেতনা তৎসময়ে বাঙালির মধ্যে ছিল বলেই আজকে আমরা স্বাধীন বাংলাদেশের নাগরিক।

ক. যুক্তফ্রন্ট গঠনের মূল উদ্যোগ নিয়েছিল কোন দল? ১

খ. 'তমদ্দুন মজলিস' কে, কখন এবং কেন গঠন করেন? ২

গ. রাজিবের প্রতিবাদ লিপিতে পাকিস্তান আমলের কোন আন্দোলনের প্রভাব রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. রাজিবের চিঠির প্রতিক্রিয়ায় মহাপরিচালকের মন্তব্যটি মূল্যায়ন কর। ৪

৮▶ ভারতের তামিলনাড়ু প্রদেশের অধিকাংশ মানুষ তামিল ভাষায় কথা বললেও হিন্দি ও ইংরেজিকে প্রদেশের ভাষা হিসেবে চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়। এর বিরুদ্ধে আন্দোলনে কিছু মানুষের আত্মাহুতির পর তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী একটি চুক্তি স্বাক্ষরে বাধ্য হন।

ক. ২১ ফেব্রুয়ারি শহিদ দিবস হিসেবে পালন করা হয় কত সাল থেকে? ১

খ. ১৯৫২-এর ভাষা আন্দোলনের অন্যতম কারণ কী ছিল? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে ভাষা সংক্রান্ত সমস্যার সাথে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালির কোন ঘটনার সাদৃশ্য রয়েছে? বর্ণনা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত চুক্তির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ একটি চুক্তির মাধ্যমে বাঙালি ভাষা আন্দোলনের প্রাথমিক পর্যায় নিয়ন্ত্রণ করার প্রয়াস চালানো হয়— চুক্তিটির দফাসমূহ উল্লেখপূর্বক বক্তব্যটির যথার্থতা নিরূপণ কর। ৪

৯▶ গত এপ্রিল মাসে একটি জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় রাজশাহী প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের মারামারির খবর পড়ে ইমরান সাহেব খুবই মর্মাহত হন। তখন তার স্বাধীনতাপূর্ব ছাত্রদের বিভিন্ন ভূমিকার কথা মনে পড়ে যায়। তখন তিনি ছাত্র ছিলেন। বিশাল মিছিলে ছাত্ররা বিভিন্ন দাবি নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। পরে ছাত্রদের সাথে বিভিন্ন শ্রেণির লোকও যোগ দেয়। গুলিতে কয়েকজন ছাত্রনেতা, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক ও শ্রমিক নিহত হন। পূর্ব বাংলার স্বায়ত্তশাসনের কয়েকটি দাবি লাহোর সম্মেলনে উত্থাপনের পরও গ্রহণ না করার কারণে এ আন্দোলনের সূত্রপাত হয়।

ক. কত তারিখে যুক্তফ্রন্ট গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়? ১

খ. যুক্তফ্রন্ট সরকার কেন ব্যর্থ হয়? ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত দাবিগুলো কত সালে উত্থাপিত হয়? বিষয়বস্তু উল্লেখপূর্বক বিষয়টি ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. ইমরান সাহেবের কোন আন্দোলনের কথা মনে পড়ে যায়? পাঠ্যপুস্তকের আলোকে মতামত দাও। ৪

১০▶ ছোট হোক, বড় হোক যুদ্ধ মানেই ধ্বংস সাধন। ১৭ দিনের এই যুদ্ধেও এর ব্যতিক্রম কিছু ছিল না। এ সময়ে 'ক' দেশের একটি প্রদেশ সম্পূর্ণ অরক্ষিত ছিল। এতে সেই প্রদেশের মানুষ, নিজের সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, সার্বভৌমত্ব ও রাজনৈতিক অধিকার রক্ষার জন্য সব সময় সচেষ্ট হতে থাকে।

ক. বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্বদানকারী দল কোনটি? ১

খ. মুক্তিযুদ্ধের ঋণ কোনো দিন শেষ হবে না কেন? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত যুদ্ধের সাথে কোন যুদ্ধের মিল পাওয়া যাচ্ছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. তুমি কি মনে কর উদ্দীপকে যে রাজনৈতিক অধিকারের কথা বলা হয়েছে সেখান থেকেই ছয় দফার উৎপত্তি? যুক্তিসহ বিশ্লেষণ কর। ৪

১১▶ বাংলাদেশের রাজনীতির ওপর গবেষণা করতে গিয়ে একটি নিবন্ধ আশিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। নিবন্ধটির শিরোনাম ছিল 'রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবুর রহমান এবং অন্যান্য'। যাতে তৎকালীন শাসকগোষ্ঠীর নানা ষড়যন্ত্র বিশদভাবে লিপিবদ্ধ আছে।

ক. দ্বি-জাতি তত্ত্ব কে প্রবর্তন করেন? ১

খ. '৫২'-এর ভাষা আন্দোলনের ওপর রচিত সাহিত্যকর্মগুলো কী কী? বর্ণনা দাও। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত তথ্য কোন ঘটনাকে নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. 'উক্ত ঘটনা বাঙালিকে স্বাধীনতার দিকে ধাবিত হতে অনুপ্রেরণা যোগায়'- বিশ্লেষণ কর। ৪

সৃজনশীল বহুনির্বাচনি | মডেল প্রশ্নপত্রের উত্তর

১	খ	২	খ	৩	ঘ	৪	ক	৫	গ	৬	গ	৭	খ	৮	ঘ	৯	খ	১০	খ	১১	ঘ	১২	খ	১৩	গ	১৪	খ	১৫	খ
১৬	গ	১৭	খ	১৮	গ	১৯	ঘ	২০	গ	২১	ঘ	২২	খ	২৩	ক	২৪	ক	২৫	গ	২৬	খ	২৭	ক	২৮	গ	২৯	গ	৩০	ক